যুগান্তর

তারিখ 24 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

# অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণের ফলেই শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষা ব্যবস্থায় অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণের কারণে দেশের উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষার মান ক্ষুণ্ন হয়ে যাচ্ছে। পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায়ই সুশাসনের বিরাট অভাব রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বৈষম্যের শিকার। এজন্য ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদা পূরণ, সমান সুযোগ ও উচ্চশিক্ষার দরিদ্ররা ব্যাপক হারে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্যদিকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ভালো শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারায় উচ্চ পর্যায়ে বৈশ্বিক শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে না শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় শুধু শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য নয়, গুণগত মান নিশ্চিত করা জরুরি।

## শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সেমিনার

রোববার রাজধানীর শাহাবাগীর ব্র্যাক সেন্টারে যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার (আইজিসি) এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ (আইজিএস) আয়োজিত এক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে বক্তারা এসব কথা বলেন। আইজিসি বাংলাদেশ কর্মসূচির কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. সুলতান হাফিজ রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দীন মাহমুদ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত। আলোচনায় অংশ নেন সাবেক অর্থমন্ত্রী ড. এম সায়েদুজ্জামান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, বিআইডিএসের গবেষক ড. আনোয়ারা বেগম, কল্যাণ পার্টির সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বরকত এ খুদা, আমেরিকান চেম্বারের সভাপতি ড. এ গফুর, অস্ট্রেলীয় হাইকমিশনের শিক্ষা বিশেষজ্ঞ জেমস্ জেনিংস, ডেইলি স্টারের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ, কেয়ার বাংলাদেশের ট্রেসি ইভান্স ও জেমি চার্লিবয়িস। উপস্থিত ছিলেন নর্থসাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. হাফিজ জি এ সিদ্দিকী।

মান : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১

## মান : ক্ষুণ্ন হচ্ছে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, সমাজে অর্থনীতি ও সামাজিক বৈষম্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কাজ করে শিক্ষার বৈষম্য। এ বৈষম্য প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত ক্রমবর্ধমান শিক্ষার চাহিদাই মেটাতে পারছে না, শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করা তো দূরের কথা। গরিব ঘরের সন্তানরা উচ্চশিক্ষার মেধাভিত্তিক প্রবেশাধিকার কতটা পাবে তা নির্ভর করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে তারা কতখানি মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ পায় তার ওপর।

আমাদের পুরো শিক্ষা ব্যবস্থায়ই সুশাসনের বড় অভাব আছে জানিয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলগুলোই সবচেয়ে বড় ভুক্তভোগী। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এসব স্কুলের পরিচালনা পর্ষদে এমন সব সদস্য ঢুকিয়ে নেন যাদের অনেকেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিকের নিচে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অতিমাত্রায় রাজনীতিকরণের কারণে শিক্ষার পরিবেশ ও মান ক্রমেই নিচে নেমে আসছে। অন্যদিকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষা পরিকল্পনাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কৌশলের অংশ হিসেবে দেখার বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, উচ্চশিক্ষায় বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীরা কতটুকু নিজেদের তুলে ধরতে পারবে, তা নির্ভর করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনার মানের ওপর। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে এই কথা বলার যে, সবার জন্য শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং দরকার নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য মানসম্মত শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করা।

ড. আইনুন নিশাত বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা ও মাদ্রাসা এ তিন ধারায় বিভক্ত। এজন্য সবার জন্য একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা কঠিন। মাধ্যমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, দেখা যায় ইংরেজি মাধ্যম থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা একজন শিক্ষার্থী ইংরেজি বিষয়ে ফেল করছে। এমনকি এখনকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাধারণ গণিত, বিজ্ঞান ও ইংরেজি দুর্বলতাও প্রকট। এর মূল কারণ মফস্বল থেকে শুরু করে শহর পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভালো শিক্ষকের অভাব।

কেয়ার বাংলাদেশের ট্রেসি ইভান্স বলেন, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি অনুসারে শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে পড়াশোনার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাইমারি লেভেলের শিক্ষক দিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা কিভাবে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বিআইডিএসের গবেষক ড. আনোয়ারা বেগম বলেন, দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠছে। কিন্তু বেশির ভাগই শিক্ষার মানের দিকে কোনো নজর দিচ্ছে না। তিনি বলেন, এসব প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীরা সার্টিফিকেট অর্জনে সক্ষম হলেও কর্মক্ষেত্রে তারা অযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। কল্যাণ পার্টির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ ইবরাহিম বলেন, উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত না হয়েও রাজধানীর ধোলাইখাল, জিঞ্জিরাতে কর্মরতরা অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। অথচ উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অনেক শিক্ষার্থী কিছুই করতে পারছে না।

ইন্টারন্যাশনাল গ্রোথ সেন্টার (আইজিসি) সমন্বিতভাবে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকস অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ভিত্তিক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা উন্নয়নশীল দেশের সরকারগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরামর্শ দিয়ে থাকে। যুক্তরাজ্য সরকারের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ডিএফআইডির উদ্যোগ ও অর্থায়নে ২০০৮ সালে আইজিসি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্সটিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ বাংলাদেশে আইজিসির সচিবালয়।